মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা

সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় ও এলাকায় মাইকিংয়ের মধ্যদিয়ে সপ্তাহ ব্যাপী জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ শুরু হয়েছে। শনিবার কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কোটচাঁদপুর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা ও মৎস্য কমিটির সভাপতি মোঃ দেলোয়ার হোসেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর উপজেলার সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সঞ্চয় কুমার,কৃষিবিদ নজরুল ইসলাম। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক নজরুল ইসলাম, কাজী মৃদুল,সুব্রত কুমার, মঈন উদ্দিন খান,ও আব্দুলা বাশার।

মংস্য কর্মকর্তা বলেন,প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ শুরু হয়েছে। যা চলবে ২৩ জুলাই থেকে ২৯ জুলাই পর্যন্ত। এরমধ্যে প্রতিদিনই রয়েছে বিভিন্ন কর্মসুচি। শনিবার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় ও মাইকিংয়ের মধ্যদিয় এ সপ্তাহের শুরু হয়েছে।

কোটচাঁদপুর গৃহকর্তার বিরুদ্ধে গৃহকর্মীকে আটকে রেখে মারপিটের অভিযোগ

ঝিনাইদহের কোটচাাঁদপুরে জয়নাল মন্ডল নামের এক গৃহকর্তার বিরুদ্ধে গৃহকর্মী সোমা খাতুন (২২)কে ঘরে আটকে রেখে মারপিট করার অভিযোগ উঠেছে।

খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য

কমপ্লেক্সে ভর্তি করেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে স্থানীয় মডেল থানা সংলগ্ন আম বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। সোমা কোটচাঁদপুর থানা এলাকার খোকনের মেয়ে।

ভুক্তভোগী গৃহকর্মী সোমার পিতা খোকন জানায়, গেল দুই মাস হল তাঁর মেয়ে জয়নাল মন্ডলের বাড়িতে গৃহপরিচারিকার কাজ নেন। সে দুই মাস কাজ করলেও পারিশ্রমিক দেননি গৃহকর্তা জয়নাল। ওই টাকা চাওয়ায় বৃহস্পতিবার সোমার বিরুদ্ধে ১০ ভরি রৌপ্য, ১ ভরি সোনার চেইন ও নগদ ৪৫ হাজার টাকা চুরির অপবাদ দিয়ে ঘরে আটকে রাখেন গৃহকর্তা। এরপর তার উপর পাশবিক নির্যাতনও করেন জয়নাল।

তিনি আরো বলেন, এ সময় জয়নাল তার স্ত্রী-সন্তান সবাই সোমার উপর শারীরিক নির্যাতন করেন। এছাড়া থানা থেকে সাদা পোশাকধারী দুই পুলিশ সদস্যকে ডেকে নিয়ে তার হাতে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে দেয়া হয়। এরপর তারাও নির্যাতন করেন।

এদিকে সময় মত মেয়ে বাড়িতে না ফেরায় চিন্তায় পড়ি। পরে সোমার মোবাইল নাম্বারে কল করলে মোবাইল রিসিভ করেন বাড়ির মালিক জয়নাল। তিনি আমাকে তার বাড়িতে যেতে বলেন। এরপর ঘটনাস্থলে গিয়ে মেয়েকে ঘরের মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখি। পরে তারা আমাকে চুরির কথা বলেন। পরে মেয়েকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। তিনি এ ঘটনার সুষ্ট তদন্ত দাবি করেন। সাথে সাথে দোষিদের বিচার ও দাবি করেন। এ ব্যাপারে তাঁর পিতা থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর মডেল থানার ডিউটিরত উপপরিদর্শক নাজিবুল জানান, নির্যাতনের অভিযোগে ভুক্তভোগী গৃহকর্মী বাদি হয়ে জয়নাল ও তার ছেলে জাহিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। বিষয়টি তদন্ত পূর্বক আইনগত ব্যবস্থা করা হবে।

জমি কিনে বে-কায়দায়

কোটচাঁদপুরের লক্ষিকুন্ড-বালিয়াডাঙ্গা ইক্ষু ক্রয় সমিতির সদস্যরা

জমি কিনে বে-কায়দায় পড়েছেন লক্ষিকুন্ড-বালিয়াডাঙ্গা ইক্ষু ক্রয় সমিতির সদস্যরা। মালিক বিক্রিত জমি রেজিষ্ট্রি না করে দিয়ে দখল করার নীল নকশা করছেন বলে অভিযোগ ভুক্তভোগীদের। এ অবস্থা চলছে কোটচাঁদপুর উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা গ্রামে।

সমিতির সাবেক সভাপতি আব্দুল মুকিত খান বলেন,১৯৯১ সালের দিকে সাবদারপুর এলাকায় আখের চাষ হত বেশ । এ কারনে প্রয়োজন হয়ে পড়ে,একটা ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্রের। ডাকা হয় লক্ষিকুন্ড, বালিয়াডাঙ্গা সহ ৮ গ্রামের মানুষকে। সিদ্ধান্ত হয় ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্র করার। এরপর চলে জমির খোঁজ।

সে সময় জমির মালিক মঈন উদ্দিন মন্ডল জমি দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। দাবি করেন জমি বাবদ ৪৫ হাজার টাকা। এরপর সবার কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে দেয়া হয় ওই জমির মালিককে। জমিটি ছিল বালিয়াডাঙ্গা মৌজার। যার খতিয়ান নাম্বার ২০৯, আর দাগ নাম্বার ৫১। জমির পরিমাণ ছিল ৬৩ শতক।

ঐই জমিতেই প্রতিষ্ঠা করা হয় লক্ষিকুন্ড- বালিয়াডাঙ্গা ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্রটি। এরপর ওই জমি রেজিষ্ট্রি করার জন্য বললে,জমির মালিক বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে কাল ক্ষেপন করতে থাকে। কিছু দিন পর তিনি মারা যান। এরপর ওই জমির ওয়ারিশগণরা জমি রেজিষ্ট্রি না করে দিয়ে দখল নিতে নীল নকসা করতে থাকেন। এ অবস্থায় বিষয়টি নিয়ে আমরা আদালতের শরাপন্ন হই। যা এখনও আদালতে চলমান রয়েছে। এরপরও তারা জমি দখল নিতে বিভিন্ন টাল-বাহানা অব্যহত রেখেছেন।

এ ব্যাপারে জমির মালিকের ছেলে চুটিয়ার রহমান জানান, ওই জমি আমার পিতা তাদের কাছে বিক্রি করেনি। তিনি মিলের সঙ্গে ভাড়ার চুক্তি করেছিলেন। সে চুক্তি নামা আমাদের কাছে আছে। চুক্তি অনুযায়ী প্রতি মাসে ২৫ শ টাকাও আমরা নিয়ে থাকি। তবে জমি নিয়ে মামলা হওয়ার পর, মিল পক্ষ ভাড়া দিচ্ছে না। আর আমরাও জোরাজুরি করছিনা।

তিনি আরো বলেন, ওই জমির নিয়ে যে,মামলা আদালতে চলছিল, তাঁর রায়ও

আমরা একবার পেয়েছি। এরপরও আমরা দখলে যেতে পারছিনা।কারন তারা ক্ষমতা দেখিয়ে দখল করে রেখেছেন।

বিষয়টি নিয়ে সাবদারপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান জানান, ঘটনাটি আমি জানি। তবে তারা এ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কেউ আমার কাছে আসেনি। আসলে বসে মিমাংসা করা যায় কিনা দেখা যেতে পারে।

কোটচাঁদপুর রথের মেলায় এসে খোয়া গেলো শখের মোটরসাইকেল

ঝিনাইদহ কোটচাঁদপুর রথের মেলায় বেড়াতে এসে এক যুবকের ১৫০ সিসির একটি পালসার মোটরসাইকেল চুরি হয়ে গেছে। শুক্রবার (১ জুলাই) বিকালে পৌর শহরের সলেমানপুর রথখোলা প্রাইমারী স্কুলের পিছন থেকে মোটরসাইকেলটি চুরি হয়ে যায়।ভুক্তভোগী যুবকের নাম মোঃ মেহেদি হাসান (১৯)।

তিনি জীবননগর উপজেলার মাধবপুর গ্রামের মোঃ জমির উদ্দীনের ছেলে। ভুক্তভোগী মেহেদী হাসান জানান, শুক্রবার বিকাল বেলা আমার দুই-বন্ধুর সাথে নিয়ে বাড়ি থেকে বের হই। কোটচাঁদপুর পৌর শহরের সলেমানপুর রথখোলার রথের মেলা দেখার উদ্দেশ্য এসেছিলাম।

মেলায় পৌঁছে মোটরসাইকেটি রথখোলার প্রাইমারী স্কুলের পিছনে রেখে তিন’বন্ধু মেলার ভেতরে প্রবেশ করি ।এর কিছু পরে বাইরে এসে দেখলাম আমার মোটরসাইকেলটি সেই স্হানে নেই। প্রায় তিন মাস আগে জীবননগর বাজারের একটি শোরুম থেকে মোটরসাইকেলটি কিনেছিলাম বলেও জানান তিনি।

তিনি আরো জানান আমার ব্যবহৃত পালসার ১৫০ সিসি কালো রংয়ের লাল বর্ডার,যাহার চ্যাসিস নং PSUAIICYXMTF21723,ইঞ্জিন নং DHXCMD28880 নতুন গাড়ী রেজিষ্ট্রেশন করা হয়নি।

এবিষয়ে কোটচাঁদপুর মডেল থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন বলে তিনি জানান।

কোটচাঁদপুর কিশোরীদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

উন্নত পল্লী উন্নত দেশ,বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ এ প্রতিপাদ্যে কিশোরীদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকালে কোটচাঁদপুরের শেরখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, শেরখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ আক্কাস উদ্দিন।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ দেলোয়ার হোসেন, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ মঈন উদ্দিন। কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ, মেডিকেল অফিসার সুব্রত কুমার বিশ্বাস, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার ও কোর্স পরিচালক সেলিম রেজা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী পল্লী উন্নয়ন অফিসার ইউনুছ আলী,উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা মোঃ ইকরামুল হক,ফুলবাড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শামসুদ্দিন আহম্মদ।

এ সময় প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহন করেন ওই বিদ্যালয়ের কিশোরী সংঘের একশত জন কিশোরী। অনুষ্ঠানটি আয়োজনে ছিলেন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড(বিআরডিপ)।দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প ২য় পর্যায় আওতায় এ প্রশিক্ষণ দেয়া হয় কিশোরীরা।

এ সময় অতিথি বৃন্দুরা প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্য কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকাল,বাল্যবিবাহ,নারীনির্যাতন সহ বিভিন্ন সচেতনতা মূলক বক্তব্য তুলে ধরেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

দূর্ঘটনা ঘটে। দুলাল একই গ্রামের মৃত ফজলুর রহমানের ছেলে।

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানাযায়, সোমবার রাতে প্রতিবন্ধী দুলাল দোকান বন্ধ করে বাড়িতে যায়। এসময় সে টিভিতে ডিশ লাইনের ক্যাবল লাগাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে গুরতর আহত হয়। পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, কোটচাঁদপুর পৌর ফাড়ির উপ-পরিদর্শক আব্দুস সাত্তার। এঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে

না ফেরার দেশে চলে গেলেন ৩ সন্তানের জননী কদবানু

অবশেষে না ফেরার দেশে চলে গেলেন ৩ সন্তানের জননী কদবানু (৩৫)। বিষ খাওয়ার ১০ দিনপর তার মৃত্যু হয়েছে। রবিবার দুপুরে কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ মৃত দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ মর্গে পাঠিয়েছেন।
ইউপি সদস্য জুলহক জানান, কদবানু কোটচাঁদপুর উপজেলার সোয়াদি গ্রামের হারুন অর রশিদের স্ত্রী। সংসার জীবনে ৩ সন্তানের জননী সে। পারিবারিক কলহে গেল ৫ মে ঘাস পোড়া বিষপান করেন কদবানু। এরপর তার স্বজনরা তাকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। পরে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে দেখে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর হাসপাতালে রেফার্ড করেন।
কয়েক দিন আগে হাসপাতালে থেকে ছাড়পত্র পেয়ে বাড়িতে আসেন।
শনিবার রাতে অবস্থা খারাপ হয়। এ সময় স্বজনরা তাকে হাসপাতালে নেওয়ার আগেই মারা যায় সে। খবর পেয়ে কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক হারুন অর রশিদ ঘটনা গিয়ে মরা দেহের সরতহাল করে, ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ মর্গে পাঠান।
ওই পুলিশ কর্মকর্তা বলেন,আমি ওই গ্রামের অনেকের সাথে কথা বলছি,তারা তেমন কিছু বলত পারল না। তবে পারিবারিক সমস্যার কারনে সে বিষপান করেন। মরা দেহের সরতহাল করা হয়েছে। ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ পাঠানো হয়েছে।
এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক

ইসরাত জেরিন জানান,ঘাস পোড়া বিষটা অন্যান্য বিষের তুলনায় একটু বেশি ক্ষতিকর। এটা খেলে বাঁচার সম্ভবনা খুব কম থাকে।

কোটচাঁদপুরে রেল লাইন থেকে অজ্ঞাত বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে রেললাইন থেকে অজ্ঞাত (৬০) এক প্রতিবন্ধী বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শনিবার সকালে কোটচাঁদপুর রেলস্টেশনের অদূরে ৪৭ নম্বর পিলারের নিকট থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

কোটচাঁদপুর থানার উপ-পরিদর্শক হারুন অর রশিদ জানান,ঘটনাস্থল থেকে আবু সাঈদ নামের এক ব্যক্তি জরুরী সেবা ৯৯৯ এ কল করেন। পরে ৯৯৯ থেকে আমাদেরকে অবহিত করে দুর্ঘটনার কথা জানায়। তিনি বলেন, লাশটির কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি। তবে ৫৫ থেকে ৬০ বছর বয়স হবে। মৃত ব্যক্তির একটা চোখ অন্ধ ও একটি পা প্রতিবন্ধী। ধারনা করা হচ্ছে ট্রেন থেকে পড়ে, তার মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়ে রেলওয়ে যশোর জিআরপি পুলিশ লাশটি উদ্ধার করেছেন। এ ব্যাপারে রেলওয়ে যশোর জিআরপি পুলিশের উপ-পরিদর্শক শহিদুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করা হয়েছে। ময়না তদন্তের জন্য যশোরে নিয়ে যাওয়া হবে। তবে কোন ট্রেন থেকে পড়ে তার মৃত্যু হয়েছে, তা বলা যাচ্ছে না। বিষযটি নিয়ে কোটচাঁদপুর রেলস্টেশনের স্টেশন মাস্টার নুরুল ইসলাম জানান, আমি কিছুই জানতাম না। পরে বিষয়টি শুনেছি।তবে কোন ট্রেনে কিভাবে এ দূর্ঘটনা ঘটেছে তা, বলতে পারব না।

কোটচাঁদপুরে স্বর্ণের দোকান ভবনের দেয়াল কেটে স্বর্ণালঙ্কার চুরি

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ভবনের দেয়াল কেটে একটি স্বর্ণের দোকানে দূর্ধর্ষ চুরির ঘটনা ঘটেছে।
বুধবার দিবাগত রাতে পৌর শহরের মেইন বাজারের (পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় সড়কের) পলাশ জুয়েলার্সে দূর্ধষ চুরির এ ঘটনা ঘটে। চুরির ঘটনায় নগদ অর্থসহ ৬ থেকে ৭ লক্ষাধিক টাকা মূল্যের স্বর্ণ নিয়েছে বলে দাবি করেন, জুয়েলার্স দোকান মালিক পলাশ কর্মকার। জুয়েলার্স দোকান মালিক পলাশ কর্মকার জানান, বুধবার রাত সাড়ে ১০ টার দিকে দোকান বন্ধ করে বাড়ি যায়। সকালে পাশের দোকানের ফুসকা হাউজের মালিক শাহিন ফোন করে দোকানে চুরির খবর দেন।
চোরেরা প্রথমে ফুসকা হাউজের দোকানের দেয়াল কাটে। পরে আমার স্বর্ণের দোকানের দেয়াল কেটে ভিতরে প্রবেশ করে।
দোকানের সিন্ধুক ভেঙ্গে সাড়ে ৫ ভরি স্বর্ণালঙ্কার সহ নগদ ২০ হাজার টাকা নিয়ে গেছে বলে জানান তিনি।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন, জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার। সিআইডির ক্রাইম সিন ইউনিটের সদস্যসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তারা।
চুরির ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দায়িত্বরত নৈশ প্রহরী বজলুর রহমানকে পুলিশ হেফাজতে নিয়েছে।
এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর পৌর ফাঁড়ি ইনচার্জ ইন্সপেক্টর আক্তারুজ্জামান লিটন জানান, খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়েছি। প্রাথমিকভাবে ধারনা করা হচ্ছে দোকানের দেয়াল কেটে চুরির ঘটনা পূর্ব পরিকল্পিত। পুলিশের একাধিক টিম তদন্ত শুরু করেছে। তদন্ত শেষে বিস্তারিত বলা সম্ভব হবে।
তবে এ ঘটনায় কোটচাঁদপুর থানায় এখনও কোন অভিযোগ বা মামলা হয়নি।